



126121 - ওজররে কারণে কংবা ওজর ছাড়া কর্মজীবীর জন্য কর্মক্ষতের ত্যাগরে হুঁকুম

প্রশ্ন

আমি রাষ্ট্রীয় একটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে আছি। কখনো কখনো আমার নিজস্ব কাজ করার জন্য অফিস থেকে বেরিয়ে যাই। আমার উপর সরাসরি কোনো দায়িত্বশীল নাই যার কাছে আমি বের হওয়ার অনুমতি নিবি। আমি অফিসকালীন সময়ে বের হই; তবে প্রতিষ্ঠানের কাজে কোনো নতাবিচক প্রভাব না ফলে। আমার সাথে মোবাইল ফোন রাখি, যাত্রে করে কর্মক্ষতের আমাকে কোনো প্রয়োজন হলে ফোন দেওয়া সম্ভব হয়। অধিকাংশ দিন আমি অফিস টাইম শেষে হওয়ার পরেও কিছু সময় অফিসে থাকি। য্রে সময়টুকু আমি আমার অফিসরে বাইরে কাটয়িছে সিটেরি ব্যাপারে শরয়ি বিধান কী? আমাকে ফতওয়া দিনি, আল্লাহ আপনাদেরকে বরকতময় করুন।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

কোন চাকুরীজীবী য্রে সময়কাল কর্মস্থলে থাকার ব্যাপারে চুক্তিবিদ্ধ স্রে সময় জুড়ে কর্মস্থলে থাকত্রে তিনি বাধ্য; তার কোনো কাজ থাকুক বা না থাকুক। কারণ চাকুরীজীবী বা শ্রমজীবীর চুক্তিত্রে এটি অন্তর্ভুক্ত থাকে। চাকুরীজীবী হচ্ছ্রে বিশেষে শ্রমজীবী। বিশেষে শ্রমজীবী হলনে এমন ব্যক্তি যার সবোদান সময়রে মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়। সুতরাং তাকে এই সময়টুকু চাকুরীর জন্য নিজেকে ব্যস্ততামুক্ত রাখত্রে হবে। যদি বিষয়টি চাকুরীজীবীর নির্ধারণরে উপর ছেড়ে দেওয়া হয় এবং বলা হয় য্রে, যখন কাজ থাকে স্রে কেবল তখন উপস্থিতি থাকবে, তাহলে যথায়থভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর না হওয়ায় সকল প্রতিষ্ঠান অকার্যকর হয়ে পড়বে।

চাকুরির ক্ষত্রে এটাই মূল অবস্থা। অর্থাৎ এটি এমন বিশেষে ভাড়ার অন্তর্ভুক্ত যার মূল্য সময়রে মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়।

তবে এর থেকে ব্যতিক্রম হবে: যদি কোনো চাকুরীজীবীকে কোনো কাজে বা ব্যক্তিগত স্বার্থে তার কর্মস্থল থেকে বের হওয়ার প্রয়োজন হয়, য্রে কাজটি অফিস টাইমরে পরে নিয়ে যাওয়া তার জন্য কঠিন হয়, তাহলে স্রে প্রশাসনরে অনুমতি নিয়ে বের হবে।

আর যদি অবস্থা এমন হয় যমেনটি আপনি উল্লেখ করছেন য্রে আপনি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল এবং অনুমতি গ্রহণরে মতো কটে নাই, তাহলে আমরা বলব: আপনার জন্য এমন বিশেষে প্রয়োজনে বের হওয়া বধৈ যা অফিস টাইমরে পরে নিয়ে

যাওয়া কঠনি। আপনি নিজেকে অন্যান্য স্টাফদের মতোই মনে করবেন। তাদেরকে যতটা অনুমতি দিনে তার চয়ে নিজেকে বেশী সুযোগ দিবেন না। বরং আপনাকে অন্যদের জন্য আদর্শ হতে হবে। তাদের জন্য আপনি যতটুকু কঠনি করেন না নিজের জন্য ততটুকু কঠনি করবেন। বাস্তবে দেখা যায়, স্টাফরা যদি তাদের ম্যানেজারকে বরে হতে দেখে তাহলে তারাও বরে হওয়ার ক্ষেত্রে শিথিলতা অবলম্বন করে। কাজ করার ক্ষেত্রেও তারা ঢলিমেকিরে। এতে করে ব্যাপক ক্ষতি হয়।

কবেল মোবাইল ফোন সাথে থাকা আর অফিস টাইমের পরে অতিরিক্ত সময় অফিসে থাকা যথেষ্ট নয়। কারণ কর্মস্থলে হক যথাসময়ে আদায় করতে হবে; অফিস টাইমের বাইরে নয়। এটি মানুষের উপর অর্পিত অন্যতম আমানত, চাই অফিসের পরিচালক থাকুক কিংবা না থাকুক। আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশে দিচ্ছেন যেন তোমরা আমানতসমূহ এর প্রাপকদেরকে প্রদান কর।” [সূরা নসি: ৫৮]

ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহ তার তাফসীরে (১/৬৭৩) বলেন: “আল্লাহ তাআলা জানাচ্ছেন যে তিনি প্রাপকদেরকে কাছে তাদের আমানত প্রদান করে নির্দেশে দিচ্ছেন। হাসান থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে: সামুরা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “যে তোমাকে আমানত প্রদান করেছে, তাকে আমানত ফরিয়ে দাও। যে তোমার সাথে খয়োনত করেছে তার সাথে খয়োনত করো না।” হাদীসটি আহমাদ ও সুনান প্রণেতা বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি মানুষের উপর আবশ্যকীয় সকল আমানতকে অন্তর্ভুক্ত করে। যমেন: বান্দাদের উপর আল্লাহর হক; যথা: নামায, যাকাত, কাফ্ফারা, মানত, রযো প্রভৃতি যে সমস্ত বিষয়ের আমানত তাকে প্রদান করা হয়েছে এবং যা বান্দারা দেখতে পায় না। আরো রয়েছে: বান্দাদের পারস্পরিক হক, যমেন: সম্পদ গচ্ছতি রাখা প্রভৃতি যে বস্তুগুলো বান্দারা কোনও প্রমাণ ছাড়া একে অন্যের কাছে আমানত হিসেবে রাখে। আল্লাহ সেই আমানতগুলো এর প্রাপকদেরকে প্রদান করার নির্দেশে দিচ্ছেন। দুনিয়ায় যদি কউ এটি না করে, তাহলে কয়ামতের দিন তার কাছ থেকে এটি আদায় করা হবে।” [সমাপ্ত]

পরিচালক ও দায়িত্বশীলদের কর্মস্থল ত্যাগে শিথিলতার কারণেই সেগুলোর কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এর বিপরীতে আপনি দেখবেন যে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল ব্যক্তি আগভোগে হাজির হয় এবং কাদাচি অফিস থেকে বরে হয়, সে প্রতিষ্ঠানের স্টাফরাও নিয়ম মনে চলে এবং তাদের কাজগুলো সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

দায়িত্বশীল ব্যক্তির জানা উচিত যে তাকে প্রদত্ত দায়িত্বসমূহের মাঝে অন্যতম হলো: কর্মকর্তাদের কাজ তত্ত্বাবধান করা, মূল্যায়ন করা, দকি-নির্দেশনা প্রদান করা এবং তাদের উপর তার নজরদারি ও জবাবদহিতার বিষয়টি তাদেরকে জানিয়ে দেয়া।

এ বিষয়টির গুরুত্ব ও এ সম্পর্কে বিপুল সংখ্যক প্রশ্ন থাকার কারণে আমরা এ সম্পর্কে আলমেদেরে কিছু ফতোয়া উল্লেখ

করছি:

১- ফতোয়া বসিয়ক স্থায়ী কমটিকে জজিঞাসা করা হয়েছিল: চাকুরীজীবীরা অফিস টাইমে অফিস করতে আদম্টি, কন্টি তারা অফিস চলাকালে অনুমতি ছাড়া ক্রয়-বক্রয়রে জন্য বরেয়ি়ে যায়। তাদরে এই কাজরে হুকুম কী?

কমটি উত্তর দেয়: চাকুরীজীবীর জন্য অফিসকালীন সময়ে ক্রয়-বক্রয়রে জন্য বরে হওয়া জায়যে নই; উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাকে এ বসিয়়ে অনুমতি দিকি বা না দিকি। কারণ এর মধ্যে শাসকরে নরিদশে অমান্য করা হয়। কনেনা এই কাজটি নিষিদ্ধ। উপরন্তু, এতে করে তার উপরে ন্যস্ত কাজটি নিষ্ট হয়, যার ফলশ্রুতিতে তার কাজরে সাথে সম্পৃক্ত মুসলমিদরে অধিকার বনিষ্ট হয় এবং তা পূর্ণরূপে আদায় হয় না। আবু ইয়া'লা ও আসকারী বর্ণনা করনে, আয়শো রাদিয়াল্লাহু আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণনা করনে: তিনি বলেন: "নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করনে তোমাদরে কটে কোনো কাজ করলে সে যনে তার নখুঁতভাবে করে।" বাইহাকী ও ত্বাবারানী অনুরূপ বর্ণনা করনে।[সমাপ্ত][ফাতাওয়াল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ: (২৩/৪১৫)]

২- শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহুকে জজিঞাসা করা হয়েছিল: আইন হলো রাষ্ট্রীয় সরকারী অফিস টাইম মানা। কটে কটে আধা ঘণ্টা দরৌ করে আসে কথিবা সময় শেষে হওয়ার আধা ঘণ্টা আগে সে চলে যায়। আবার কখনো এক ঘণ্টা বা তার চয়ে বশে সময় বলিম্ব করে। এমন কাজরে হুকুম কী?

তিনি বলেন: 'আমার মনে হয় এ প্রশ্নরে উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নই। কারণ বনিমিয়কৃতরে বিপরীতে বনিমিয় হওয়া আবশ্যিক। তাই সরকারী চাকুরীজীবী এতে সন্তুষ্ট হবনে না যে, রাষ্ট্র তার বতেন থেকে কোনো কিছু কটে রাখুক, তদ্রূপ তার জন্যও রাষ্ট্ররে কোনো অধিকার কমানো উচিত নয়। তাই অফিসরে নির্ধারণিত সময় থেকে বলিম্ব যে যাওয়া কোনো মানুষরে জন্য জায়যে নই। এবং অফিস টাইম শেষে হওয়ার আগেও চলে যাওয়া জায়যে নয়।'

প্রশ্নকর্তা: 'কন্টি কটে কটে দাবিকরে যে মূলত কোনো কাজই নই। কারণ তার কাজ কম?' শাইখ বলেন: বসিয়টা হলো আপনি সময়রে ক্ষেত্রে তাদরে সাথে দায়বদ্ধ; কর্মরে ক্ষেত্রে নয়। অর্থাৎ আপনাকে বলা হয়েছে: আপনাকে বতেন প্রদান করা হলো এই শর্তে যে, আপনি এই সময় থেকে এই সময় পর্যন্ত থাকবনে; আপনার কাজ থাকুক বা না থাকুক। যহেতু আপনার বতেন সময়রে সাথে সম্পৃক্ত, সহেতু পুরো সময়টা আপনাকে দিতে হবে। অন্যথায় আমরা যে সময়টা ছিলাম না সটেরি বতেন খাওয়া বাতলি বলে গণ্য হবে।' [লিকাউল বাবলি মাফতুহ: (৯/১৪)]

৩- তাকে আরো জজিঞাসা করা হয়েছিল: কিছু চাকুরীজীবী অফিস টাইম শেষে হওয়ার আগে চলে যায় কথিবা অফিস চলাকালীন সময়ে অফিস বাদ দিয়ে বরেয়ি়ে যায়, আবার ফরি আসে কথিবা অফিসে দরৌতে আসে; এর হুকুম কী?

তিনি বলেন: 'কোনো সরকারী চাকুরীজীবীর জন্য অফিস টাইম শেষে হওয়ার আগে বরে হওয়া বধৈ নয়। অফিস টাইমরে শুরুতে

দরৌ করাও বধৈ নয়। অফসি টাইম চলাকালীন বরেয়িে যাওয়াও বধৈ নয়। কারণ তার এই অফসি টাইমরে মালকি রাষ্ট্র, অফসি টাইমরে বনিমিয়ের রাষ্ট্র তাকে কামোষাগার থেকে অর্থ দিয়ে। তবে যটো প্রচলতি আছে, অফসি টাইম চলাকালীন কারো বরে হওয়ার প্রয়োজন পড়লে যদি সে তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অথবা পরিচালক থেকে অনুমতি নিয়ে এবং সে বরেয়িে গেলেও কাজ বাধাগ্রস্ত না হয়, তাহলে আশা করি এতে কোনো সমস্যা হবে না।'[সমাপ্ত]

৪- শাইখ সালহি আল-ফাউয়ান হাফযিাহুল্লাহুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: কিছু সরকারী কর্মকর্তা আছে যাদের কাছে সবোপ্রার্থী কম। তারা অফসি টাইম শেষে হওয়ার আগাইে দুপুরে বরেয়িে যায়। তারপর তাদের স্ত্রীদের সাথে দুপুরে খাবার খেয়ে আবার ফরিে এসে অফসি টাইম শেষে হওয়া পর্যন্ত অফসি করে। .. এই কাজটি কি বধৈ? তাদের জন্য আপনাদের উপদেশে কী?

তিনি উত্তর দেন: 'চাকুরজীবীকে অবশ্যই অফসি টাইমরে শুরু থেকে শেষে পর্যন্ত কর্মস্থলে থাকতে হবে। তার জন্য অফসি টাইম চলাকালীন ঘরে কথিবা নিজস্ব কাজে যাওয়া জায়গে নহৈ। বরং তাকে কর্মস্থলে থাকতে হবে, যদিও সবোপ্রার্থীর সংখ্যা কম থাকুক। কারণ অফসি টাইমরে মালকি অফসি; সে নয়। সে যে বতেন নচ্ছৈ অফসি ঐ বতেনরে বনিমিয়ের তার কাছ থেকে এই সময় করয় করে নিয়েছে। তাই ব্যক্তিগত স্বার্থে এই প্রাপ্য সময়ে কোনো ঘটতি করা জায়গে নয়। তবে চাকুরি নিয়মকানুন স্বীকৃত কোন ওজর থাকলে সেটো ভিন্ন কথা।'[সমাপ্ত]

৫- শাইখ ইবনে জবিরীন হাফযিাহুল্লাহুকে জিজ্ঞাসে করা হয়:

কোনো কর্মচারীর জন্য 'কাজ নহৈ' এই যুক্তি দিয়ে নিয়মতি কর্মস্থল ত্যাগ করা কি বধৈ? যদিও সে যে কাজটি করে সে কাজরে তুলনায় তার বতেন অনেক বড়?

তিনি উত্তর দেন: অফসি টাইম শেষে না হওয়া পর্যন্ত কোনো কর্মচারী তার কর্মস্থল ত্যাগ করবে না; এমনকি যদি সে কর্মহীন বসে থাকে তবুও। চাই তার বতেন বেশি হোক কথিবা কম হোক। কিন্তু যদি আকস্মিকি কিছু ঘটৈ কথিবা তার এমন কিছু হয় যে সে বরেয়িে যেতে বাধ্য হয়; যমেন: অসুস্থতা বা জরুরী কোন কাজ এবং তার জন্য বরেয়িে যাওয়া ছাড়া উপায় না থাকে, তাহলে সে বরে হতে পারে। কাজ সরেই সে ফরিে আসবে। কারণ তার এই সময়রে মালকি রাষ্ট্র অথবা সে যাই কাম্পানির অধীনে কাজ করে ঐ কাম্পানি। তবে যদি তার কাজরে ক্ষতের নির্ধারণতি থাকে, তাহলে সে নির্ধারণতি কাজটা শেষ করে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।[সমাপ্ত][ফাতাওয়া মুহম্মিমা লি-মুওয়ায্যাফলি উম্মাহ]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।